৬৫

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAR. 1 4 1999

পৃষ্ঠা ২ ... ৩

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের সনদপত্র হস্তান্তর করেন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী

ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের জন্য ব্যবহার করবো না

আবদুল মালেক ॥ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বলেছেন— তিনি বা তাঁর দল ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিক স্বার্থ আদায়ের জন্য কখনো ব্যবহার করবেন না। তিনি বলেন, জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর বরদাস্ত করা হবে না। গতকাল সকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর হিসেবে তিনি সভাপতির ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রী প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেছি। তাই জনগণের প্রতি আমার আস্থা আছে। আমরা সরকার গঠনের পর এ পর্যন্ত ২১টি সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচন হয়েছে। সবগুলো নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার স্বাধীনভাবে এসব নির্বাচন অনুষ্ঠিত করেছে । নির্বাচন কমিশনার যে সব আচরণবিধি গ্রহণ করেছে আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। জনগণ এসব নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। ভোট তাদের অধিকার। বিরোধী দলের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেন, জনগণের ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আর বরদাস্ত করা হবে না। তিনি বলেন, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সময়ের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিশ্ববিদ্যালয় ও মাধ্যমিকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে তাঁর সরকার দৃঢ় সংকল্প। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক। সমাবর্তন বক্তব্য প্রদান করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। অন্যান্যের মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান, প্রোভিসি ডঃ আবু ইউসুফ ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট রাফিয়া শফি ঝরণা বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভাপতির ভাষণে আরো বলেন, আমরা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছি। জাতীয় সংসদকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করেছি। স্থায়ী কমিটিগুলোতে মন্ত্রীর পরিবর্তে সংসদ সদস্যকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু করা হয়েছে। এতে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, বিরোধী দলের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে পানি চুক্তি, শান্তি চুক্তি, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশে এর মতো সুন্দর ক্যাম্পাসের বিশ্ববিদ্যালয় আর নেই। এই সুন্দরের মধ্যে যাতে অসুন্দর বাসা না বাঁধে সে জন্য সকলকে সজাগ থাকতে হবে।